উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৭ মাঘ ১৪২৫ সোমবার ৪.০০ টাকা 11 February 2019 Monday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

থামল অশ্বমেধের ঘোড়া ▸▸ চোদ্দোর পাতায়

## কুণালের সঙ্গে বসিয়ে জেরা রাজীবকে

**নিউজ ব্যুরো**

**১০ ফেব্রুয়ারি ঃ** শিলংয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করল সিবিআই। জেরার সময় তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। শনিবার সিবিআই রাজীব কুমারকে প্রায় আট ঘণ্টা জেরা করেছিল। রবিবারও দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। সকাল থেকে রাজীব কুমারকে টানা জেরা করার পর সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ তাঁকে কুণাল ঘোষের মুখোমুখি বসানো হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় রাজীব কুমারের সঙ্গে দেখা করেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার জাভেদ শামিম ও ডিসি (এসটিএফ) মুরলীধর শর্মা। সোমবার ফের দুজনকে জেরা করা হবে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে পুলিশ যখন কুণাল ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল তখন রাজীব কুমার ছিলেন বিধাননগর কমিশনারেটের কমিশনার।

অন্যদিকে, রোজভ্যালি কেলেঙ্কারির ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সোজম শেরপা রবিবার শিলংয়ে সিবিআইয়ের দপ্তরে পৌঁছোন। কিছুদিন আগে সিবিআইয়ের এই অফিসারই টলিউডের প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতাকে গ্রেফতারের সময় উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, রোজভ্যালির ঘটনা নিয়েও রাজীব কুমারকে জেরা করা হতে পারে। শনিবার রাতে সিবিআই গোয়েন্দাদের আরও একটি দল শিলংয়ে গিয়েছিল। রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়ায় সিবিআইয়ের ১৮ জন অফিসার যুক্ত।

কুণালের মুখোমুখি বসিয়ে রাজীব কুমারকে জেরা করার ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর আগে কুণাল বহুবার বলেছেন চিটফান্ড কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত অনেক তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করা হয়ে থাকতে পারে। বেশ কয়েকবার তিনি কলকাতা পুলিশে ও রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

সিবিআই অফিসের পাশে একটি মণ্ডপে রবিবার সকালে সরস্বতীপুজো হচ্ছিল। সিবিআই অফিসে ঢোকার সময় সরস্বতী প্রতিমাকে প্রণাম করে কুণাল শুধু বলেন, 'আগেও সিবিআইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, এবারেও করব।' সিবিআই সূত্রে খবর, এর আগে কুণাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে যে লম্বা চিঠি দিয়েছিলেন তাতে পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক তথ্য ছিল। এখন রাজীবকে জেরা করার সময় কুণালের সেই চিঠির বয়ান ব্যবহার করছে সিবিআই। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, রাজীব কুমার নিজেই গোটা জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে বলেন।

জাতীয় সড়কে পুড়ছে ১০ চাকার ট্যাংকার। ছবি ঃ খোকন সাহা

বন্ধ যান চলাচল

## জাতীয় সড়কে জ্বলন্ত ট্যাংকার

**বাগডোগরা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ** তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ঘুমিয়ে কাদা। হঠাৎই এলাকায় জোর হইহই। চিৎকার শুনে বাসিন্দারা বেরিয়ে দেখলেন, ১০ চাকার একটি ট্যাংকার জাতীয় সড়কের মাঝখানে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। আগুনে পুড়তে থাকা ট্যাংকারটি থেকে বের হওয়া ঘন ধোঁয়ায় আশপাশের অনেকটাই ছেয়ে গিয়েছে। বিধাননগরের অদূরে মুরালিগঞ্জে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রবিবার ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ট্যাংকারে কী ছিল তা জানা না গেলেও সেটিতে তরল গ্যাস রয়েছে বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। আগুনের মাত্রা বাড়লে বাড়িঘরে আগুন ধরতে পারে ভেবে বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় কাছেপিঠে থাকা বাসিন্দাদের অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় নেন। এই সড়কে যাতায়াতকারী গাড়িগুলিও রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা এই সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। এদিনের ঘটনায় কেউ অবশ্য হতাহত হননি। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় দমকল পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। তদন্তকারীরা পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর ৫টা নাগাদ শিলিগুড়িগামী একটি ১০ চাকার ট্যাংকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিধাননগরের অদূরে মুরালিগঞ্জে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝে উলটে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটিতে আগুন ধরে যায়। সেই খবর ছড়াতেই আশপাশের বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাটি দেখতে অনেকেই এলাকায় ভিড় জমান। কাছাকাছি জনবসতি তেমন নেই। কিন্তু যাঁরা রয়েছেন তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাসিন্দাদের অনেককে এই সময় তাঁদের রান্নাঘর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বাড়ির বাইরে বের করতে দেখা যায়। এলাকার অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। এলাকাবাসী মনসুর আলি বলেন, 'ট্যাংকারটি যদি কোনোভাবে ফেটে যায় সেই ভয়ে এদিন আমরা আগুন নেভাতে ট্যাংকারটির সামনে যেতে পারিনি। এছাড়া, আগুনের যা তাপ ছিল তাতে অনেকেই জখম হতে পারতেন।' এদিকে, ট্যাংকারটি জ্বলতে দেখে এই রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে এই সড়কটি বন্ধ ছিল। এর জেরে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই ব্যাহত হয়। বাসিন্দাদের কাছে খবর পেয়ে বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিশ ও মাটিগাড়া কেন্দ্র থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পরে শিলিগুড়ি থেকেও দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশকর্মীরা রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। *এরপর আটের পাতায়*

## জমি বিবাদে উত্তপ্ত চোপড়া, আহত ৬

**ইসলামপুর ব্যুরো**

**১০ ফেব্রুয়ারি ঃ** ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল চোপড়া। রবিবার চোপড়া থানার বড়বিল্লাতে জমির দখল নিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে জখম হলেন ছয়জন। সংঘর্ষের সময় বোমা ও গুলি ছোড়া হয়। আহতদের মধ্যে হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের ভাই সহ দুজন বোমার আঘাতে জখম হয়েছেন। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁদের ভরতি করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, কংগ্রেস মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কংগ্রেস অবশ্য ঘটনার জন্য তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলকেই দায়ী করেছে।

দু'দিন আগেই লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে এক কংগ্রেস কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। তারপরই এদিন বড়বিল্লাতে সংঘর্ষ এবং বোমা-গুলি চলার ঘটনা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। এদিন হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাকির আহমেদ ও তাঁর লোকজন চা বাগানের ১৩ একর জমির মাপজোখ শুরু করতেই উত্তেজনা বাড়ে। মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় গোলাগুলি। বোমার আঘাতে উপপ্রধান সাকির আহমেদের ভাই মহম্মদ রেজওয়ান জখম হন। ইট, পাথর এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এই ঘটনায় আরও পাঁচজন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। বাকিরা হাসপাতালে ভরতি হননি।

বেশ কিছুদিন ধরেই বড়বিল্লা এলাকায় চা বাগানের ১৩ একর জমি নিয়ে সাকির আহমেদ ও হাসান আলি, এই দুই পক্ষের বিবাদ চলছিল। ১৩ একর ওই জমির মধ্যে ছয় একর পতিত জমি রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বিবাদ মেটাতে কিছুদিন আগে তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল এবং ব্লক কোর কমিটি দুই পক্ষকে নিয়ে সালিশি সভা করে। সেখানে ছয় একর পতিত জমি দুই পক্ষের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাকির আহমেদ এবং তাঁর লোকজন এদিন চা বাগানের ওই জমির মাপজোখ করছিলেন। বিরোধী পক্ষের হাসান আলির অভিযোগ, ১৩ একর জমির মধ্যে এলাকার সাধারণ মানুষেরও জমি রয়েছে। তা নিয়ে প্রতিবাদ করতেই এদিন শাসকদলের লোকজন তাঁদের উপর চড়াও হয়। ঘটনার খবর পেয়ে চোপড়া থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী এবং র‍্যাফ ঘটনাস্থল দখল নেয়। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাকির আহমেদ বলেন, 'কংগ্রেসের মদতে দুষ্কৃতীরা এদিন পরিকল্পিতভাবে আমাদের পরিবারের উপর গুলি-বোমা নিয়ে হামলা চালিয়েছে। আমার ভাই সহ আরও একজন বোমার আঘাতে জখম হয়েছেন।' তিনি বলেন, 'অথচ নিজেদের চা বাগানের জমি বিক্রি করছি আমরা।' বিরোধীরা এলাকায় সন্ত্রাস শুরু করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অন্যদিকে, হাসান আলির অভিযোগ, 'এদিন রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সভায় যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সেই সময় ওদের লোকজন আমাদের উপর আচমকা হামলা চালায়। *এরপর আটের পাতায়*

### নজরকাড়া

যোগেশ বর্মন প্রয়াত ▸▸ পাঁচের পাতায়

বিধায়ক খুনের তদন্তে সিআইডি ▸▸ দশের পাতায়

ছুরি মেরেছেন নাইডু ▸▸ তেরোর পাতায়

দেশকে জেতাল চা বাগানের মেয়ে ▸▸ পনেরোর পাতায়

তাড়াহুড়ো করে শিলান্যাস

# পুজোর আগে শুরু হচ্ছে না ইস্টার্ন বাইপাসের কাজ

**রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি**

**১০ ফেব্রুয়ারি ঃ** শিলান্যাস হলেও ইস্টার্ন বাইপাসের মূল কাজ শুরু হতে এখনও কয়েক মাস সময় লাগবে। পূর্ত দপ্তর জানাচ্ছে, অক্টোবর মাসের আগে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা কার্যত অসম্ভব। ফলে বেহাল ইস্টার্ন বাইপাস নিয়ে মানুষের দুর্ভোগ মেটার আপাতত কোনো সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কেন এত দেরি হবে? কেন শিলান্যাসের পরেও শুরু হবে না কাজ? পূর্ত দপ্তরের নর্থবেঙ্গল কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চন্দন ঝা বলেন, 'রাস্তার কাজ শুরু করার আগে গাছ কাটা, বিদ্যুতের লাইন সরানো সহ অনেক কাজ রয়েছে। সেগুলি করার পরেই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে।'

তাহলে এত তাড়াহুড়ো করে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হল কেন? পূর্ত দপ্তরেরই একাংশ মনে করছে, এই রাস্তাটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা হচ্ছে। রাস্তা মেরামত না করায় দোষ চাপছে পূর্ত দপ্তরের ঘাড়ে। তাই শিলান্যাস করে দায় এড়াল দপ্তর। এখন আর কেউ বলতে পারবে না পূর্ত দপ্তর রাস্তা বানাচ্ছে না। কাজ শুরু হতে দেরি হলে তার পুরো দায় এজেন্সির উপরেই বর্তাবে।

দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ইস্টার্ন বাইপাস। ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন চেকপোস্ট মোড় থেকে গোরা মোড় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১০ কিলোমিটার রাস্তা প্রায় পুরোটাই ভেঙে গিয়েছে। গোটা রাস্তাতেই বড়ো বড়ো গর্ত হয়ে, কোথাও রাস্তার পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই মেরামতির দাবি উঠছে। অবশেষে পূর্ত দপ্তর রাস্তাটি দুই লেনের জায়গায় চার লেন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো আর্থিক বরাদ্দ হওয়ার পর টেন্ডার করা হয়। প্রায় ৪৬ কোটি টাকায় মেদিনীপুরের একটি এজেন্সিকে এই কাজের ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়েছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি রাস্তাটির কাজের শিলান্যাস করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। দেড় বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন মন্ত্রী। অর্থাৎ ২০২০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু শিলান্যাসের ১০দিন পরেও কাজ শুরু হয়নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এরপর খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যাচ্ছে, শিলান্যাসই সার। এই কাজ শুরু হতে আরও অন্তত ছয়-সাত মাস সময় লাগবে। অর্থাৎ চলতি বছরের দুর্গাপুজোর আগে রাস্তা তৈরির কাজে হাত দেওয়া কার্যত অসম্ভব। অন্তত পূর্ত দপ্তরের একটি সূত্র সেরকমই জানাচ্ছে।

পূর্ত দপ্তর জানাচ্ছে, দুই লেনের ওই রাস্তা চার লেনের করার জন্য বর্তমান রাস্তার দুই পাশে অনেকটাই জায়গা খালি করতে হবে। ওই জায়গা দিয়ে বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে। মাটির নীচ দিয়ে আছে ডাবগ্রামের পানীয় জল পরিসেবার পাইপলাইন। পাশাপাশি রয়েছে প্রায় ৫০০টি বড়ো গাছ। এক এক করে বিভিন্ন দপ্তরের অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করতে হচ্ছে। প্রথমে বন দপ্তরের অনুমতি নিয়ে গাছ কাটা শুরু হয়েছে। গাছ কাটা হলে তারপর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা বিদ্যুতের লাইন সরানোর কাজে হাত দেবে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরও (পিএইচই) জলের পাইপলাইন সরানোর কাজ করবে। এই কাজগুলি করতেই কয়েক মাস সময় লাগবে। অর্থাৎ যেখানে ২০২০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা, সেখানে ২০২১ সালের মার্চ-এপ্রিলের আগে চার লেনের ইস্টার্ন বাইপাস তৈরির কাজ শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজেন্সির বক্তব্য, রাস্তা তৈরির জন্য জায়গা পেলেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।

**ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন চেকপোস্ট মোড় থেকে গোরা মোড় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১০ কিলোমিটার রাস্তার প্রায় পুরোটাই ভেঙে গিয়েছে। গোটা রাস্তায় বড়ো বড়ো গর্ত হয়ে, কোথাও রাস্তার পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।**

রাস্তার কাজ শুরু করার আগে গাছ কাটা, বিদ্যুতের লাইন সরানো সহ অনেক কাজ রয়েছে। সেগুলি করার পরেই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে।
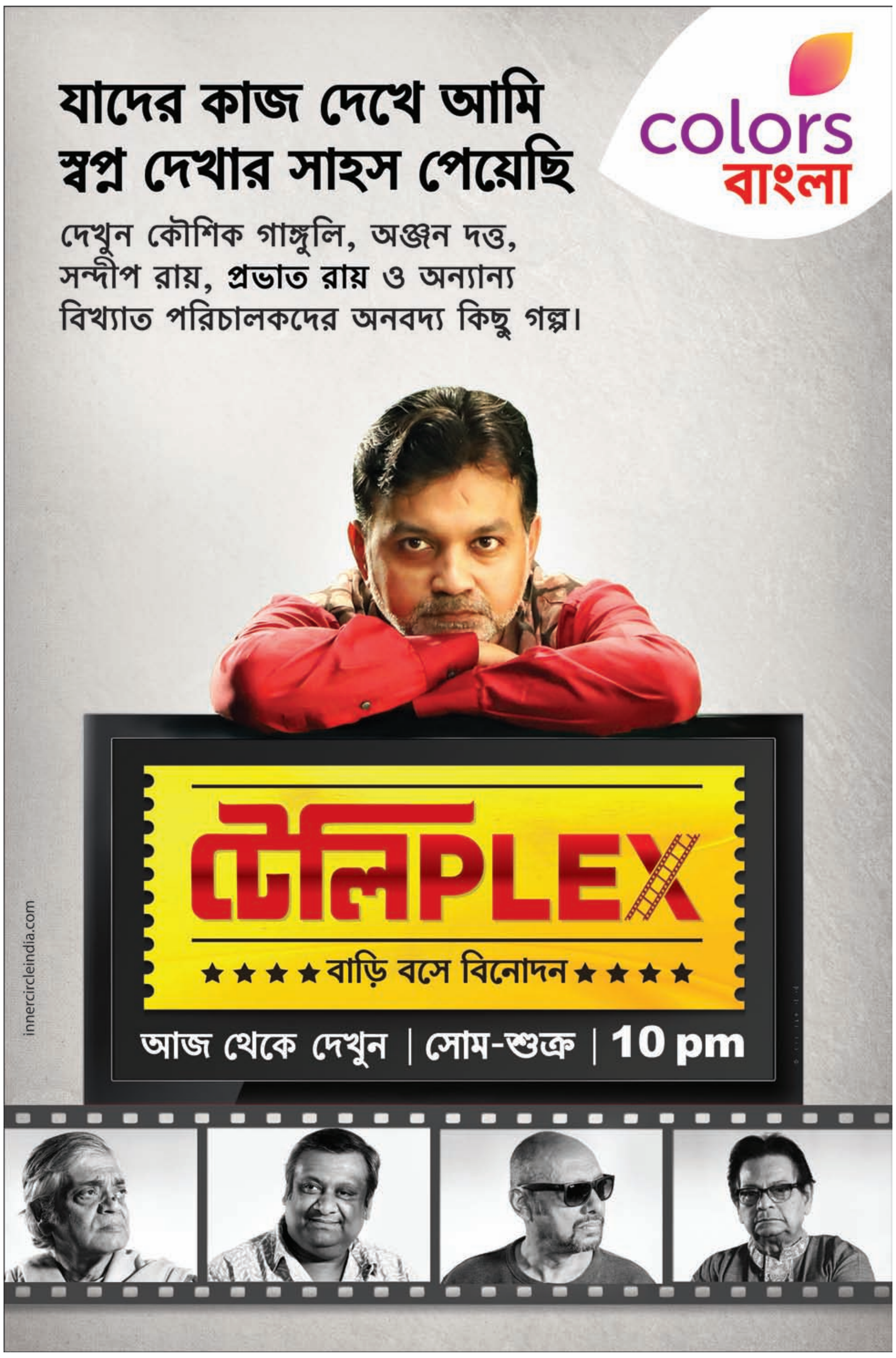
–চন্দন ঝা *এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত দপ্তর, নর্থবেঙ্গল কনস্ট্রাকশন ডিভিশন*